সবুজ পাতা

গৃহজীবনে পরমার্থ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে

দেবোপম চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—যিনি যুগের গতিপথ পরিবর্তনকারী, তাঁর যুগাবতার রূপটি অনুধাবনে আমাদের বুদ্ধির ক্ষুদ্রতাই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে জীবনরসিকদের তালিকায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি তাঁর জন্যই পূর্বনির্দিষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনরসিক, কারণ জীবনের সারবত্তা উপলব্ধি করে লোকহিতার্থে সেই জীবনকেই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত রসগ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে, সেই রস যা ছড়িয়ে আছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর প্রতিটি ছত্রে।

আসা যাক শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে গৃহজীবনে পরমার্থ প্রসঙ্গে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর এক বৃহৎ অংশ গৃহজীবনের এক উজ্জ্বল পথনির্দেশিকা-রূপে পরিগণিত। এর একটি প্রধান কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তকুলের অধিকাংশই ছিলেন গৃহী। তাঁদের উদ্দেশে শ্রীশ্রীঠাকুর কর্তৃক বিতরিত মণিমুক্তার উপাদান মূলত দুটি—ঈশ্বরচিন্তা এবং সদসৎ বিচার। মূলত এই দুটি এবং এদের ওপর আশ্রিত আরো অসংখ্য লক্ষণের প্রয়োগে ঠাকুর তাঁর প্রিয় ভক্তকুলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন গৃহজীবনের ভুলত্রুটিগুলি। বারংবার জীবনের সারসত্যগুলিকে উন্মোচিত করেছেন জীবনের কিছু সাধারণ অসঙ্গতি বা fallacy-র অবগুণ্ঠন সরিয়ে। আর এতদ্‌সত্ত্বেও যখন দেখেছেন জীবনের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে অনেকেই জড়িয়ে পড়ছে মায়ার ভুবনমোহিনী জালে, তখন তাদের বিদ্ধ করেছেন 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকা' দ্বারা, হাসিয়ে তুলেছেন তাদের 'আত্মঘাতী হাসি'তে, যে-হাসিতে লোকে হেসে ওঠার পরেই অনুভব করে—আরে, এ হাসির অন্যতম লক্ষ্য তো আমি নিজেও!

শিক্ষার্থীদের জন্য 'সবুজ পাতা' নতুন আঙ্গিকে নিজেকে মেলে ধরেছে। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে 'সবুজ পাতা'য় আসন করে নিতে পারেন।—সম্পাদক

অসামান্য মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, অসামান্য তাঁর চিন্তন-প্রণালী। একজন আদর্শ গুরুর মতো তিনি আধার বুঝে গৃহী ভক্তদের মূল্যবান মণি-মাণিক্যতুল্য উপদেশ দিয়েছেন, কখনো যুক্তিবাদীদের যুক্তির জালে মুড়ে, আবার কখনো অসাধারণ সহজ কিছু উপমার মাধ্যমে।

"যত মত তত পথ"—বিভিন্ন ধর্মপথে ঈশ্বরলাভ প্রসঙ্গে উচ্চারিত দক্ষিণেশ্বরের এই আপনভোলা ঠাকুরের মন্তব্যটি আজ তাঁর গৃহী ভক্তদের পথনির্দেশিকা-রূপেই পরিগণিত। তৎকালীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার, ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিবোধে বিশ্বাসী অসংখ্য গৃহী ভক্ত ঠাকুরের কথা অবলম্বন করে পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের মতো করে জীবনপথের সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। এত রকমের মানসিকতাকে অনুধাবন করার ও তাদের জন্য উপযুক্ত পথ ও পথ্যের ব্যবস্থা করার মতো এমন অসাধ্য কর্মটি যে সাধিত হয়েছিল, তাতে আশ্চর্য বোধ হলেও একথা স্মরণে রাখা দরকার—ঠাকুর কিন্তু শুধু জীবনপথের পথিকমাত্র ছিলেন না, তিনি পথেও ছিলেন, তার বাইরেও ছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন আদর্শ জীবনপথের কারিগর। ফলত এই পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করতে গেলে কী করতে হয়, তা অবশ্যই তাঁর নখদর্পণে ছিল। সেইজন্যই সংসারী লোকদের শতরঞ্জ অর্থাৎ দাবা খেলোয়াড়দের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বিশেষ সতর্কবাণী—সঙ্কটময় মুহূর্তে খেলার চাল অর্থাৎ জীবনের সিদ্ধান্ত এমন একজনের কাছ থেকে নাও, যিনি ঐ খেলার খেলোয়াড় নন, অর্থাৎ বিপৎকালে সুপরামর্শের জন্য কোন সংসারত্যাগী সাধুপুরুষের আশ্রয় নাও। অতি সাধারণ উপমা, কিন্তু অসাধারণ ব্যাপ্তি তার নিগূঢ় অর্থের। 'কথামৃত'র প্রতিটি পাতায় রয়েছে এইসব জীবনামৃতের আকর, যার সিংহভাগই প্রদত্ত গৃহী ভক্তদের উদ্দেশে। ঠাকুর বলতেন, চালুনির জল পানে যেমন ক্রমশ একটু একটু করে নেশা দূরীভূত হয়, ঠিক সেইরকম বিষয়বাসনা দূরীভূত করার জন্য প্রয়োজন অল্প হলেও নিয়মিত সৎপ্রসঙ্গ, সৎসঙ্গের।

পরিবর্তনশীল জগতের অন্তরালে যে অনন্ত আনন্দের স্থায়ী উৎস আছে, সেইদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 'ত্যাগসম্রাট' হয়েও জগৎকল্যাণের জন্য সংসারভূমিতে তাঁর সমাধি-ঋদ্ধ মন নামিয়ে এনে আদর্শ গৃহধর্মের আচরণ সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষাদান করেছেন। সেই বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী ও আন্তরিক আলোচনা করেছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে স্নাতক স্তরে গণিত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র—যিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকার সময় থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।—**সম্পাদক**

দক্ষিণেশ্বরের এই জীবনরসিকের চোখে বিষয়বাসনা আর সংসারের পাঁকে জড়িয়ে পড়ার মধ্যে একটি অতি অবশ্যম্ভাবী সম্পর্ক বিদ্যমান। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি মনে বিষয়বাসনার উদ্রেক হলেই সংসার-পাঁকে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই বিষয়বাসনার প্রতি আসক্তি লক্ষ্য করে তিনি ক্ষমা করেননি তাঁর প্রিয় ভক্তকুলকেও। মায়ের কাছে মাইনে বাড়ানোর জন্য দরবার করতে বলায় অধর সেনকে তিনি বলেছিলেন 'হীনবুদ্ধি'। একইরকম মনোবৃত্তি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে হাজরা মহাশয় তাঁর কাছে ভূষিত হয়েছিলেন 'জটিলে কুটিলে হাজরা' খেতাবে। চূড়ান্ত হাস্য-পরিহাস, রঙ্গ-তামাশা; কিন্তু একটিও উদ্দেশ্যহীন নয়। কখনো সরাসরি কথার মাধ্যমে, কখনো বা নিজের আচরণের দ্বারা শিক্ষাদান। এখানেই ঠাকুরের বিশেষত্ব। 'কথামৃত' এমন একটি গ্রন্থ, যার কয়েক পঙ্‌ক্তি অন্তর অন্তরই পাওয়া যায় 'সকলের হাস্য'—এই কথাগুলি। তাও এটি হাসির বই না হয়ে বিশ্বের তাবড় তাবড় বিদ্বজ্জনের সারাজীবনের চিন্তার খোরাকরূপে স্বীকৃত। কারণ, এইভাবেই—সকলের হাসির মধ্যেই—ঠাকুর গার্হস্থ্য পথের নির্দেশিকা বা guideline দিয়েছেন একটি ছোট্ট কথাতেঃ "নিবৃত্তিই ভাল—প্রবৃত্তি ভাল নয়।" সেইসঙ্গে তিনি বোঝালেন, মনকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দাও ঈশ্বরের পাদপদ্মে, আর তারপর সংসারপথে চল নিজের হৃদয় ও যুক্তিকে সম্বল করে, কারণ মন যদি ঈশ্বরে সমর্পিত থাকে, তাহলে বুদ্ধি কখনোই এমন কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যা ঈশ্বরপথের বিরোধী।

সংসারপথের বাধাবিপত্তি, দুঃখ-দুর্বিপাক দূর করতে ঠাকুর বারংবার সংসারীদের যে-দুটি অস্ত্রকে ব্যবহার করতে বলে গেছেন, তা হল জ্ঞান আর কর্ম। ঠাকুরের মতে শ্রেষ্ঠ গৃহী ছিলেন জনকরাজা, কারণ তিনি দুহাতে অনায়াস দক্ষতায় ঘোরাতেন জ্ঞান আর কর্মের তরবারি। সংসারকে কাঁটাবন-রূপে মেনে নিয়েও গৃহস্থদের প্রতি তাঁর সহজ পরামর্শ—জুতো পায়ে হেঁটে যাও, তাহলেই আর পায়ে কাঁটা ফোটার ভয় থাকবে না। অর্থাৎ মনকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে, জ্ঞান আর কর্মকে সম্বল করে অতিক্রম করে যাও এই কণ্টকাকীর্ণ পথ। এককথায় বলতে গেলে, গৃহজীবনে পরমার্থ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সারশিক্ষা—ঈশ্বরচিন্তায় মনকে ডুবিয়ে রেখে সংসারধর্ম পালন। সেইসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, সংসারে পাঁকাল মাছের মতো পাঁকে থেকেও গায়ে পাঁক না লাগিয়ে থাকার উপদেশ দিলেও পাঁকের সামান্যতম স্পর্শ লাগার ঘটনাকেও তিনি সর্বদাই স্বীকার করেছেন। এর জন্যই তাঁর 'ছোকরা ভক্তদের'—যারা সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাদের তিনি বারবার সাবধান করেছেন। কারণ, তাঁর কথায়, রসুন গোলা বাটি বারবার ধুলেও রসুনের গন্ধ একেবারে যায় না।

ঠাকুরের এইসব উপদেশ সংসারী মানুষেরা মেনে চললে সংসার আর কাঁটাবন বা 'ধোঁকার টাটি' থাকে না। হয়ে ওঠে 'মজার কুটি'। ঠাকুর তাঁর 'কথামৃত'-এ এই গানটির উল্লেখ করেছেন—

"এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি
জনকরাজা মহাতেজা তার বা কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।"

এই 'দুধের বাটি' খাওয়াই যে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে পরমার্থ লাভ—তাতে সন্দেহ নেই। ❑